Quiz

Name: Nowshin Sumaiya

ID: 21301276

Section: S26

Faculty:Chaitee Chakraborty

২ নং প্রশ্নের উত্তর

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা" শীর্ষক কবিতাটি "শামসুর রাহমানের শ্রেষ্ঠ কবিতা" নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে। কবিতাটি কবির "বন্দী শিবির থেকে" নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। নাগরিক কবি নামে খ্যাত শামসুর রাহমান ১৯২৯ সালের ২৩ অক্টোবর পুরান ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। "তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা" কবিতাটিতে কবি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে সর্বস্তরের বাঙালিদের সংগ্রামী চেতনা, তাদের অংশগ্রহণ এবং তাদের মহান আত্মত্যাগের মহিমাকে তুলে ধরেছেন। আরও তুলে ধরেছেন বর্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের চিত্র। ২০০৬ সালের ১৭ আগস্ট এই মহান কবি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা" কবিতায় মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও অবদানের চিত্র ফুটে উঠেছে। স্বাধীনতা শুধু একটি শব্দ নয়, এটি একটি মানবাধিকার ও অনুভূতি। কিন্তু পাকিস্তানিরা বাঙালিদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছিল।এ কারণে এই অধিকার আদায়ের জন্য বাঙালি জাতিকে দীর্ঘ কাল সংগ্রাম এর সাথে করতে হয়েছিল অপারিসীম আত্মত্যাগ। ১৯৭১ সালে আপামর বাঙালি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতা অর্জনে তীব্র ইচ্ছা থাকার কারণেই বাঙালিরা কোন কিছু চিন্তা না করেই মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল। পাকিস্তানিরা অনেক মানুষকে হত্যা করলেও বাঙালিরা দমে যায়নি, তারা যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছিল। আবার, নবীনদের মধ্যে রক্তে প্রাণস্পন্দন ও আশা ছিল একটি স্বাধীন দেশের। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সাকিনা বিবির মতো গ্রামীণ অনেক নারীর সহায়-সম্বল-সম্ভ্রম বিসর্জিত হয়েছিল। হরিদাসীর মতো অনেকেই হারিয়েছেন তাদের স্বামীকে। বাবা মাকে হারিয়ে এতিম হয়েছিল অনেক শিশুই। পাকিস্তান হানাদার বাহিনীরা ঘুমন্ত বাঙালিদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে,নির্বিচারে হত্যা করে বাঙালিদের। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা গণহত্যা চালায়,পুড়িয়ে দেয় গ্রাম ও শহরের লোকালয়,আক্রমণ করে ছাত্রাবাসে হত্যা করে ছাত্রদের। নির্মম নির্যাতনের শিকার হয় সগীর আলী, কেষ্ট দাস ,মতলব মিয়া, রুস্তম শেখের মতো অনেকেই এ কবিতাটি মুক্তিযুদ্ধের অনবদ্য সাহিত্যিক দলিল। ।স্বাধীনতার জন্য সকল শ্রেণি পেশার মানুষদের সংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করা কবিদের হৃদয়ে আশা জাগ্রত করে, তাই কবি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে তাদের আত্মত্যাগ কখনই বৃথা যাবে না। বাঙালি একদিন তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনবেই।

প্রতিটি পরাধীন দেশই স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন দেখা সহজ হলেও বাস্তবে তা প্রতিফলিত করতে অনেক আত্মত্যাগ মেনে নিতে হয়। তেমনিভাবেই ১৯৭১ সালে বাঙালিরা দেশকে স্বাধীন করার জন্য তাদের জীবন , পরিবার সবকিছু উপেক্ষা করেও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। জাতি-ধর্ম-বর্ণ এগুলোর চিন্তা না করে তারা নিজেদের একত্রিত করে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল।ধনী-গরীব ,হিন্দু -মুসলিম, নারী- পুরুষ এসব বৈষম্য তাদের আলাদা করতে পারেনি। বাঙালিদের কাছে ছিল না শক্তি, ক্ষমতা ও যুদ্ধের জন্য উন্নত মানের সরঞ্জাম ।ছিল গভীর বিশ্বাস স্বাধীনতা

অর্জন করতে হবেই। সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। স্বাধীনতার তীব্র ক্ষুধায় তাঁরা কখনো মৃত্যু ভয় করেনি।মোল্লাবাড়ির এক বিধবা নারী অথবা হাড্ডিসার এক অনাথ কিশোরীর মত তাদেরও চাহিদা ছিল কেবল স্বাধীনতা। চিন্তাধারায় তাঁদের লক্ষ্য ছিল কেবল একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে বিশ্বের মানচিত্রে তুলে ধরতে ।অন্যদিকে, হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান এদের মধ্যে ধর্মের ভেদাভেদ থাকলেও স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি কোন কিছুই। এই অসাম্প্রদায়িক চেতনারই ফসল আজ আমাদের এই স্বাধীন বাংলাদেশ।আবার, মুক্তিযুদ্ধে নারীদের অবদানও অসামান্য। তারা একদিকে যেমন পুরুষদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিল। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, ইচ্ছা, আত্মত্যাগ এ সকল কিছুর বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছি ।এই স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে অগণিত মানুষের অবদান রয়েছে যা অসামান্য।

পাকিস্তানীরা বাঙালিদের উপর অনেক অত্যাচার, অবিচার, অন্যায় ইত্যাদি অনেক কিছুই করেছিল কিন্তু তারপরও বাঙালিরা দমে যায়নি, তারা তাদের জীবন উৎসর্গ করে আমাদের দিয়েছেন একটি স্বাধীন দেশ । ।এই কবিতাটিতে কবি ছন্দের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও আশা এবং জাতির আত্ম বলিদান এর কথা। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা। তবে এই স্বাধীনতার পিছনে রয়েছে অসংখ্য না বলা গল্প, রয়েছে অসংখ্য তথ্য যার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে আজকের এই বাংলাদেশ। তাই পরিশেষে উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে বলা যায় যে,"তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা" কবিতার মুক্তিযুদ্ধে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণের অংশগ্রহণ ও অবদানের চিত্র ফুটে উঠেছে।